কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একটি দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে আর একটি দেশে গবেষণা করতে স্বাভাবিক কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কথা। আমার গবেষণা কাজে নেমে সব চেয়ে বড়ো আনন্দের ব্যাপার হয়েছে, ভারতের মাটিতে কোথাও মনে হয়নি নিজেকে এক-জন বহিরাগত বা বিদেশী, উপরন্তু কোথাও কোথাও একজন বিদেশী বলে এবং আমার গবেষণা কর্মের বিষয়টির কারণে পেয়েছি বাড়তি সহযোগিতা, বাড়তি সুযোগ। যে আন্তরিকতা এবং যে সহযোগিতা লাভ করেছি পদে পদে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করলে নিজেকে ছোট মনে হয়। তবু মুদ্রিত করে রাখার জন্য শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করছি, প্রথমে আমার গবেষণাকর্মের নির্দেশক, যাঁর নির্দেশনা নয়, স্নেহ-আন্তরিকতায় এ গবেষণা কর্ম, বয়সের শাসন এবং নিজের সৃজনশীল লেখার বিঘ্ন ঘটিয়ে যিনি সময় দিয়েছেন সীমাহীন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ড. অমুকুমার সিকদার, তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা চিরদিনের জন্য।

এর পর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট, বিশেষতঃ রেজিষ্ট্রার তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাকে গবেষণা করার শুধু অনুমতি নয়, সার্বিক সহযোগিতার জন্য। এর পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. অংকুশ ভট্ট (যাঁর অমায়িকতা ভোলার নয়), এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক রিডার, বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, আমার বন্ধুবর, সাহিত্য-প্রেমী ড.পিনাকী চক্র-বর্তী এবং তাঁর স্ত্রী মুন্নি চক্র-বর্তী। এঁরা দীর্ঘদিন আমাকে জোর করেই রেখে দিয়েছিলেন ক্যাম্পাসে তাদের বাড়ীতে। এ ঋণ, এ স্নেহ, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দুর্লভ। তথ্য সংগ্রহে গিয়ে ব্যক্তি-গত সহযোগিতা পেয়েছি বিখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণের একমাত্র ছেলে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়(বাবলুদা) এবং তাঁর স্ত্রী মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের,

(তাদের দাবী, আমি এখন তাদের ফ্যামেলি মেম্বার), সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের ছেলে উত্তম ঘোষের (দোলন দা'র), গোপাল হালদারের স্ত্রী অরুণা হালদারের, (রোগে শয্যাশায়ী এই বয়স্কা মহিলা পাটনা হতে আমাকে কয়েকটি দীর্ঘ পত্র দিয়ে তাঁর প্রয়াত স্বামীর উপন্যাস বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন) বারাসাতের গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষক, গোপাল হালদার গবেষক অমিয় ধর, হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা ড· বিনতা রায় চৌধুরীর। কাজের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড· ভবতারণ দত্ত।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড· মনিরুজ্জামান, ড·সৌরেন বিশ্বাস এবং অধ্যাপক চৌধুরী জহুরুল হকের উপদেশ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতার কথা আজ বার বার মনে পড়ছে। গবেষণাপত্রের অংশ বিশেষ দেখে পরিবর্তন, পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড· দিলওয়ার হোসেন (প্রয়াত), ও ড·আবুল কাসেম। এঁরা আমার জন্য কল্পনাতীত সময় দিয়েছেন।

এ ছাড়া উপদেশ পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড· আনিসুজ্জামান স্যারের কাছ থেকে, এঁদের সবার নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে আমি আবদ্ধ।

কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে সর্বাগ্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। এর পর কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরী, কলকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণাকেন্দ্র, বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে বইপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নিখিলেশ রায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড· মনিরুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড· আবদুল মান্নান - এঁদের সবার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জুলাই ১৯৯৮

— মোহাম্মদ শফিউল আযম

North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur